



9055 - কোন আলমেরে স্মরণসভা উদযাপন

প্রশ্ন

কোন আলমেরে মৃত্যুর শততম দিনি কথিবা চল্লিশিতম দিনি (চল্লিশি) উদযাপনেরে হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোন কোন মুসলমি সমাজে নতুন য়ে বদিত শুরু হয়ছে সটেইহল মৃতব্যক্তরি মৃত্যুবার্ষিকী পালন; বিশেষতঃ আলমেদরে। য়ে আলমেরে স্মরণসভা হিসেবে এটি উদযাপতি হয় সয়ে আলমে য়েদনি মারা গছনে সয়েদনি এটি পালতি হয়। সয়ে আলমেরে মৃত্যুর এক বছর কথিবা ততোধিকি সময় পরেও এটি উদযাপতি হয়।

ব্যক্তভিদে এর উদযাপনে কছিটা পার্থক্য থাকে: য়াকে কয়েন্দ্র করে এটি উদযাপতি হছয়ে তিনি যদি সাধারণ কোন মানুষ হন কথিবা জাহলে হওয়া সত্বেও ইলমেরে সাথে কছি সম্পর্ক ছিল এমন কয়ে হন— তাহলে তার মৃত্যুর চল্লিশিদিন পর তার পরিবারেরে লোকেরো একটি স্মরণসভা উদযাপন করে। এটাকে চল্লিশি বলা হয়। এ উপলক্ষে তারা বিশেষে কছি তাবুতে কথিবা মৃতেরে বাড়িতে লোক সমাগম করে। কুরআন তলোওয়াতেরে জন্য কছি মানুষ হায়রি হয়। বয়িরে ভোজানুষ্ঠানেরে মত তারা একটি ভোজেরে আয়োজন করে। উজ্জ্বল আলো ও কয়েমল কার্পটে দিয়ে স্থানটিকে সজ্জতি করে। এভাবে তারা অপিল অর্থ ব্যয় করে। এর পছনে উদ্দেশ্য থাকে গটেরব করা ও প্রদর্শনছেছা। এটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহে নই। য়েহেতু এর মাধ্যমে মৃতব্যক্তরি সম্পদ এমন অসঠিকি খাতে নষ্ট করা হয়। এতে মৃতব্যক্তরি কোন লাভ হয় না; বরং মৃতেরে পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে ওয়ারশিদেরে মধ্যে অপ্ৰাপ্ত বয়স্ক কয়ে না থাকলেও এর দ্বারা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর যদি অপ্ৰাপ্ত বয়স্ক কয়ে থাকে তাহলে ক্ষতির মাত্রা চিন্তা করুন!! কখনও কখনও তারা এসব করতে গিয়ে সুদের উপর ঋণ নিয়ে। আমরা আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে তায় কাছয়ে আশ্রয় চাছছি।[আল-ইবদা' (পৃষ্ঠা-২২৮)]

ইবনুল কাইয়্যমে জাওয়য়িয়া (রহঃ) বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে আদর্শ ছিল মৃত ব্যক্তরি পরিবারেরে প্রতী সমবদেনা প্রকাশ করা। তায় আদর্শেরে মধ্যে এটি ছিল না য়ে, সমবদেনা জানানেরে জন্য সমবতে হওয়া, কুরআনখানি করা; না কবরেরে কাছয়ে আর না অন্য কোন স্থানে। এ সবকছি নবঘটিতি গ্রহতি বদিআত।”[যাদুল মাআ'দ (১/৫২৭)]

আলী মাহফুয (রহঃ) বলেন: “বর্তমানেরে মানুষ সমবদেনা জ্ঞাপনকারীদেরে জন্য য়ে খাবারেরে আয়োজন করে, মাতমেরে রাতগুলোর পছনে য়ে অর্থ ব্যয় করে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট জুমার রাতগুলো ও চল্লিশির রাতগুলোর পছনে য়ে অর্থ



ব্যয় করে এ সবগুলো নিন্দিতি বদিআত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সলফে সালহীন য়ে আদর্শরে উপরে ছিলনে সটোর পরপিন্থী।”[আল-ইবদা’ (পৃষ্ঠা-২৩০)]

তাই এ উদযাপন নবঘটতি বদিআত। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণতি নয়। তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে বরণতি নয়। নকেকার পূর্বসুরদিরে থেকেও বরণতি নয়। সুন্নাহ হচ্ছ মৃতব্যক্তরি পরবিাররে জন্য খাবার প্রস্তুত করা এবং তাদের জন্য খাবার পাঠানো। এমনটিনয় য়ে, তারা খাবার প্রস্তুত করবে এবং সে খাবার খাওয়ার জন্য মানুষকে নমিন্ত্রণ করবে। য়েহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে যখন জাফর বনি আবু তালবেরে মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি বললনে: “তোমরা জাফর পরবিাররে জন্য খাবার প্রস্তুত কর। কারণ তাদের এমন বপিদ ঘটছে য়া তাদেরকে সটো প্রস্তুত করা থেকে ব্যস্ত রাখবে।”[মুসনাদে আহমাদ (১/২০৫), সুনানে আবু দাউদ, আল-জানায়যে অধ্যায় (৩/৪৯৭, হাদসি নং ৩১৩২), সুনানে তরিমযি, আল-জানায়যে পরচ্ছিদেসমূহ (২/২৩৪, হাদসি নং ১০০৩) তরিমযি বলনে: হাসান হাদসি, সুনানে ইবনে মাজাহ (১/৫১৪, হাদসি নং ১৬১০) এবং মুস্তাদরকে হাকমে, আল-জানায়যে অধ্যায় (১/৩৭২), হাকমে বলনে: হাদসিটির সনদ সহহি; কনিতু বুখারী ও মুসলমি এটি সংকলন করনেনি, ইমাম য়াহাবী এক্ষত্রে তার সাথে একমত পোষণ করছেন]

জারীর বনি আব্দুল্লাহ আল-বাজালি বলনে: “মৃতরে পরবিাররে সমবতে হওয়া এবং তারা খাবার প্রস্তুত করাকে আমরা (নযিদিধ) নযাহা হসিবে গণ্য করতাম।”[সুনানে ইবনে মাজাহ, কতিবুল জানায়যে (১/৫১৪, নং ১৬১২)। আল-বুছরি ‘যাওয়দে ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে (২/৫৩) বলনে: ‘এটি একটি সহহি সনদ। প্রথম সনদরে রাবীগণ ইমাম বুখারীর শর্তে উত্তীর্ণ। আর দ্বিতীয় সনদরে রাবীগণ ইমাম মুসলমিরে শর্তে উত্তীর্ণ।[সমাপ্ত]

আর যদি য়ার উপলক্ষে স্মরণসভার আয়োজন করা হয় তিনি কোন আলমে হন তাহলে সটো তার মৃত্যুর এক বছর পর কথিবা নরিদম্টিট কিছু বছর পর তার মৃত্যুদবিসে উদযাপন করা হয়। কিছু গবষেককে তার জীবনী, তার ব্যক্তিত্ব ও তার গ্রন্থায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে গবষণাপত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব দয়ো হয় এবং এ অনুষ্ঠানে সগুলো উপস্থাপন করা হয় এবং এরপর বই আকারে ছাপা হয় কথিবা গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ছাপা হয়। অতঃপর সগুলো ফ্রি বিতরণ করা হয় কথিবা বাজারে সরবরাহ করা হয়। এ সবকছু তাদের দাবী অনুযায়ী তার স্মরণকে পূর্নজীবতি রাখা, ইলম প্রচার ও লখোলখেতি তার অবদানকে তুলে ধরার নমিত্তে।

আর যদি য়ার উপলক্ষে স্মরণসভার আয়োজন করা হয় তিনি কোন রাজা, বাদশাহ কথিবা রাষ্ট্রনায়ক হন তখন এ উপলক্ষে সভার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বড় ব্যক্তিবর্গ তার শাসনামলে তার কীর্তি ও অবদান নিয়ে আলোচনা করনে এবং হয়তোবা এ উপলক্ষে কনেদ্র করে তার সম্পর্কে কিছু বইও প্রকাশতি হয়।

আবার কিছু কিছু মানুষ তার কবরে গিয়ে ফুল দিয়ে, তার রুহরে উপর ফাতহি পাঠ করে। এ সবকছু বদিআত। এর সপক্ষে আল্লাহ কোন দলিলি নাযলি করনেনি।



কোন আলমেরে বই প্রচার করা, তাদের জীবনী নিয়ে লেখোলখেকিরা, তাদের গ্রন্থ রচনার পদ্ধতি আলোচনা করা, তাদের বইগুলো ছাপানোতে কোন দোষ নাই। বরং এটাই হওয়া উচিত; যদি তিনি সে মর্যাদা পাওয়ার হকদার হন। কিন্তু এর জন্য কোন একটি সময়কে নির্দিষ্ট করা যাবে না। এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা ইত্যাদি এর সাথে যুক্ত হতে পারবে না। একই কথা রাজা বাদশাদরে ক্ষত্রেও প্রযোজ্য।

আলমে-উলামা, শাসকবর্গ ও কছু সাধারণ মানুষের সৌজন্যে স্মরণসভা উদযাপন এটি নিবঘটিত বদিআত। কারো নিন্দিত হওয়ার জন্য এমন উদযাপনই যথেষ্ট।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চয়ে অধিক জ্ঞানবান, তাঁর চয়ে দাওয়াতের উত্তম পদ্ধতি অবলম্বনকারী, কথিবা তাঁর চয়ে উত্তম সম্মান ও মর্যাদাধারী আর কটে নাই। তিনি হচ্ছনে সৃষ্টিকুলের সবচয়ে উত্তম ব্যক্তি। তা সত্ববেও সাহায্যে করোম তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করনে। অথচ সাহায্যে করোম তাঁকে যভাবে ভালবসেছনে এমন ভালবাসা কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ভালবাসা সম্ভবপর নয়। আর না তাবয়ীনরা করছনে, না সলফে সালহীনরা কটে করছনে। যদি এটি নিকীর কাজ হত তাহলে অবশ্যই তাঁরা এ কাজে আমাদরে চয়ে বেশি অগ্রগামী হতনে।

আলমেদরে সম্মান তাদের স্মরণসভা পালন করার মাধ্যমে নয়; বরং তারা যা লখিছনে ও রচনা করছনে সে সব জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে, সেগুলো প্রচার করা, অধ্যয়ন করা, ব্যাখ্যা করা, টীকা-টীপ্পনী লখো ইত্যাদির মাধ্যমে।

উল্লেখিত বিষয়গুলো তাদের ক্ষত্রে প্রযোজ্য হবে যদি তারা এর হকদার হন; সালাফী সহহি মানহাজে চলার কারণে এবং ভ্রান্ত ফরিকাগুলো থেকে দূরে থাকা কথিবা পাশ্চাত্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ইত্যাদি থেকে বঁচে থাকার কারণে।

সলফে সালহীন আলমেগণ এবং তাদের পরে যে সব আলমেগণ এসছনে তারা এখনও স্মরণীয় হয়ে আছনে, তাদের রওয়্যতেগুলো সংরক্ষিত আছে, তারা মানুষের কাছ যে ইলম প্রচার করছনে সেগুলোও সংরক্ষিত আছে। আলমে মারা যান, দুনিয়া ছড়ে চলে যান; কিন্তু তাঁর ইলম থেকে যায় এবং মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম সে ইলমগুলো একে অপরকে কাছ থেকে গ্রহণ করে।

যহেতু মানুষ তাদের ইলম থেকে উপকৃত হয় তখন তারা তাদের প্রতি রহমতের দোয়া করে, তাদেরকে সওয়াব ও প্রতিদিন দয়ার জন্য প্রার্থনা করে। তাদেরকে স্মরণীয় করার এটাই সবচয়ে বড় মাধ্যম।

পক্ষান্তরে, তাদের স্মরণে সভা করা, তাদের খানকা ও রখে যাওয়া জনিসিপত্র দিয়ে বরকত হাছলি করা কথিবা তাদের কবরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা— এগুলো সব বদিআত। এর কোন কোনটা শরিকের পরযায়ে পটেছতে পারে। আমরা শরিক থেকে আল্লাহর কাছ আশ্রয় প্রার্থনা করি।

যদি এ সকল আলমেগণ (যাদের স্মরণে সভা করা হচ্ছ ও যাদের খানকার বরকত নয়ো হচ্ছ) জীবতি থাকতনে তারা এসব



কৰ্মে বাধা দতিনে।

কন্টি, কছি মানুৰকে তার কুপ্ৰবৃতি ও শয়তান বপিথগামী কৰছে। যারা দুনিয়ার ভোগে জন্থ কথিবা কোন পদ পয়ে মানুৰে নেতৃত্ব দয়োর জন্থ বদিআতরে আহ্বানকারী। তারা পা পছিলে বদিআতরে গোলকাধাঁধার ভতেরে পড়ে গছনে; যা থেকে তাদের মুক্তি নাই; যদি না তারা আল্লাহ্ৰ কতিব, রাসুলরে সুন্নাহ্ৰ দকি ফরি আসে। এ দুটোর গণ্ডতি এবং আলমেগণ য়ে সব বিষয়ে ইজমা কৰছনে সগেলোতে সীমাবদ্ধ থাকে, আর নবঘটিতি বদিাতগুলোকে বর্জন কৰে; য়ে বদিাতগুলো সত্গতভাবে মন্দ এবং এর চয়ে জঘন্থ মন্দ ও মহা বপিদের দকি ধাবতি কৰে।

আমরা আমাদরে জন্থ ও তাদের জন্থ আল্লাহ্ৰ কাছে সৰিতুল মুস্তাকীমরে হদোয়তে লাভরে প্ৰার্থনা কৰছি। নবীগণ, সদিদকিগণ, শূহাদাগণ ও সালহীনগণরে পথ আল্লাহ্ যাদের প্ৰতি অনুগ্ৰহ কৰছনে। আরও প্ৰার্থনা কৰছি তিনি যনে, আমাদরেকে তাদের পথ থেকে দূরে রাখনে যাদের প্ৰতি তিনি রাগান্বতি হ়ছনে কথিবা তাদের পথও নয় যারা পথভ্ৰষ্ট। নশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে ক্ৰমতাবান।